ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 25 1999
পৃষ্ঠা 9 কলাম 8

22

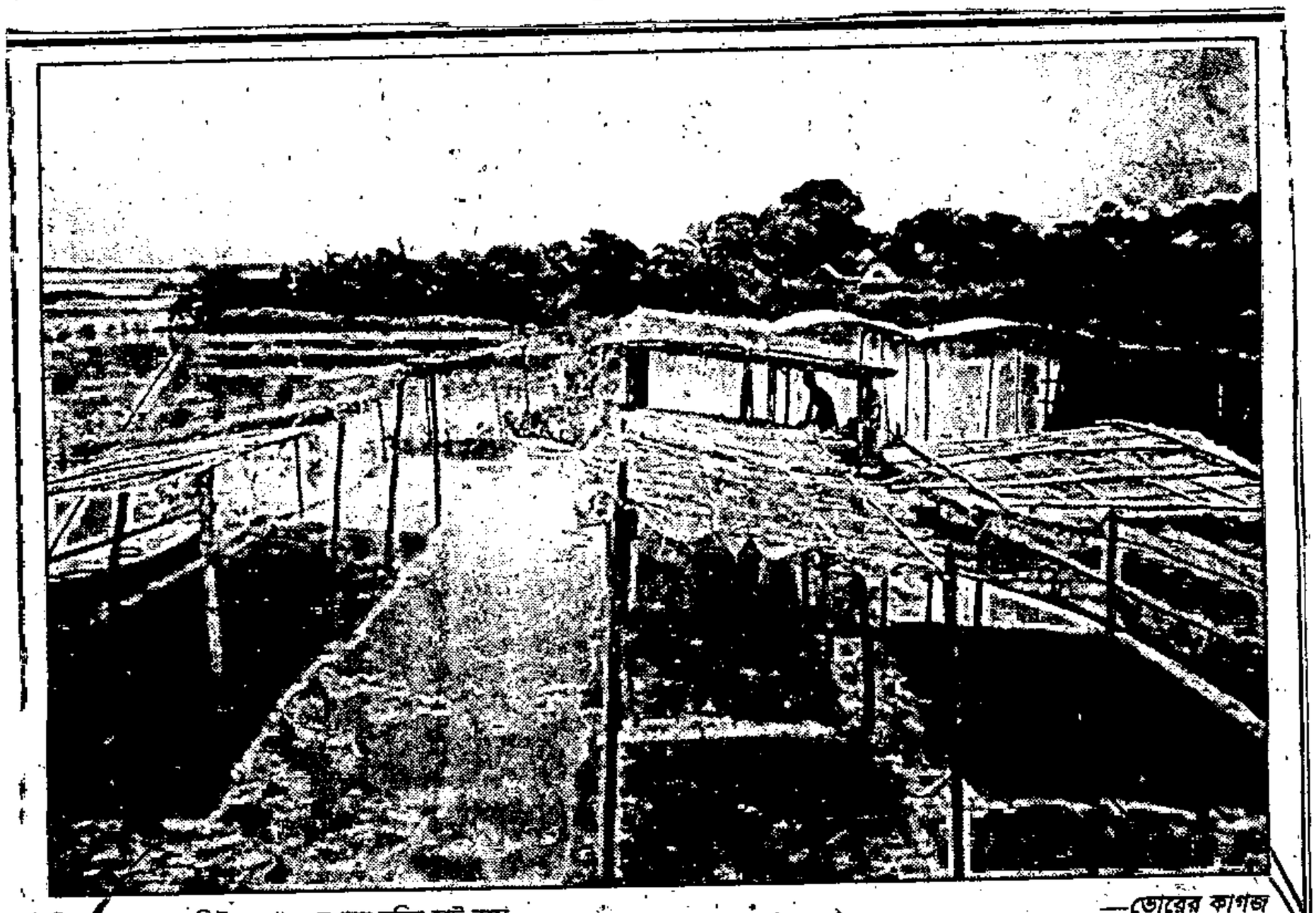

বিদ্যালয়ের শূন্য ভিটা যেখানে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে —ভোরের কাগজ

সরকারি বিদ্যালয়ের ভিটায় হাট, ক্লাস বসে মাদ্রাসায়

কল্যাণ ভৌমিক, উল্লাপাড়া থেকে : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার নাদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহের কোনো অস্তিত্ব নেই। নেই ঘরের টিন, কাঠের হদিস। বিদ্যালয়ের জায়গায় বসানো হয়েছে হাট ও দোকান ঘর। বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে গ্রামের অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ঢিমেতালে।

থানায় লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের নাদা গ্রামের বিদ্যালয়টি ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি গ্রামের মধ্যে ছিল। '৯৭ সালে এটি গ্রামের বাইরে স্থানান্তর করা হয়। এ সময় সরকারি অনুদানের ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এর নিজস্ব ৩৪ শতক জায়গায় টিনের নতুন ঘর নির্মাণ করা হয়। গত বছরের বন্যায় নবনির্মিত ঘরটি ভেঙে মাটিতে পড়ে যায়। এ অবস্থায় কিছুদিন পড়ে থাকার পর এর টিন, কাঠ, জানালা, দরজা সবই গায়েব হয়ে যায়।

বন্যায় ঘরটি ভেঙে পড়ার পর পাশের একটি মাদ্রাসা ঘরে বিদ্যালয়ের ক্লাস চলে। মাস দেড়েক আগে এ মাদ্রাসা ভবনে বন্যার পানি প্রবেশ করলে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গ্রামের ফোরকানিয়া মাদ্রাসায় স্থানান্তর করা হয়। এখানে সকাল শিফটে মাদ্রাসার ও পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস চালানো হয়। বর্তমানে গৃহহীন নাদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনজন শিক্ষক ও ১২১ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। নিজস্ব ভবনের অভাবে বারবার অন্য প্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয়টি স্থানান্তর করায় এর শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এজন্য ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই লেখাপড়া ছেড়ে বাড়িতে বসে আছে। শিক্ষকদের কর্তব্যকর্মে পড়েছে ভাটা।

এদিকে বিদ্যালয়ের শূন্য ভিটায় স্থানীয় লোকজন বসিয়েছেন হাট। ব্যবসায়ীরা বেশ কিছু দোকানপাট ও উঠিয়েছেন। সপ্তাহের দুদিন এখানে হাট বসছে। সরকারি স্কুলের জায়গায় এভাবে হাট বসার বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মজিদের সঙ্গে কথা বললে তিনি কোনো মতামত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি ভেঙে পড়া স্কুল ভবনের টিন, কাঠ তার হেফাজতে নেই বলে জানান। তিনি উধাও হয়ে যাওয়া কিছু টিন, কাঠ গ্রামের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে বলে জানালেও তাদের নাম উল্লেখ করেননি। প্রধান শিক্ষক জানান, বিদ্যালয় ভবন ভেঙে পড়ার পর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তরে লিখিতভাবে জানালেও এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বিদ্যালয়ের এই অবস্থার জন্য স্থানীয় অভিভাবক মহল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য স্কুলের জায়গায় অবৈধভাবে বসানো হাট ভেঙে পাকা স্কুল ভবন নির্মাণের আশু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় প্রশাসনসহ সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন।